# إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম” ।

মূলঃ
শাঈখুল হাদীস মুফতি জসিমুদ্দীন রাহমানী
অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ
শাঈখ আব্দুল্লাহ মিজান

## আয়াতুল কুর‘আন

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘য়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতীর জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম । গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ইয়াহুদী-খৃস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ, জাতীয়তাবাদসহ অন্য কোন মতবাদ-দ্বীন বা তন্ত্রে মুক্তি নেই । মুক্তি রয়েছে কেবলমাত্র আল কুর‘আনের জীবন ব্যবস্থায় । মহান আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ। যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (সুরা আলে ইমরান ৩:১৯)

**শিক্ষনীয়:** দুনিয়াতে ও আখেরাতে সুন্দর ও সফল জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম । যে কেউ ইসলামকে সঠিক মনে না করে অন্য কোন ব্যবস্থাকে সঠিক বা ভাল অথবা যুগোপযোগী বলে মনে করে ও সে অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে ইসলাম থেকে তাকে বহিস্কার ও দুনিয়া-আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ ।

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন । কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না । (সুরা আল বাকারাহ ২: ১৩২)

**শিক্ষনীয়:** ইসলাসই একমাত্র সত্যিকারের জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ (সুবঃ) তার রাসূলগণের কথা ও স্বীকারক্তি দানের মাধ্যমে ইহা প্রমাণ করেছেন । আরো বলেছেন যে, এই জীবন ব্যবস্থার হুকুম সমূহ মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ছাড়া মৃত্যুবরণ করোনা । অর্থাৎ, বুঝাগেল “ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তা হবে কাফেরের মৃত্যু” অতএব সঠিক দ্বীন মান্য করাই আমাদের জন্য আবশ্যক ।

## ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

**তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল।** (সুরা আল মায়েদাহ:৫:৩)

**শিক্ষনীয়:** আল্লাহ (সুব:) মানুষের সঠিক জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সকল কিছু দিয়ে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন; কারণ ইসলামই হলো আল্লাহ (সুব:) এর নিকট একমাত্র পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য দ্বীন অন্য গুলো বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য।

## ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম/ মতবাদ বাতিল

ইসলামই যে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা; এর প্রমাণ আল্লাহ (সুব:) কুরআনুল কারীমের মাঝে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন-

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আলাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (সুরা আলে ইমারান:৩:৮৩)

**শিক্ষনীয়:** সকল মাখলুকের সফলতা বা কামিয়াবের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। আল্লাহর দেয়া বিধানের কাছে আসমান-যমিনের সকল কিছুর আত্মসমর্পন করে আছে।

আল্লাহ (সুব:)-ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হলো তার নাযিলকৃত জীবনবিধান ইসলামকে গ্রহণ করা ও মেনে চলা। যে এ ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের তালাশ করবে, তা আল্লাহ (সুব:)-ও কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

**যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।** (সুরা আলে ইমরান:৩:৮৫)

## ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

**হে ঈমানদার গণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা আল বাকারা ২:২০৮)**

শিক্ষনীয়: এখানে আল্লাহ (সুব:) আমাদের ৩টি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছেন:

১. পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ।
২. শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার।
৩. শয়তানকে প্রকাশ্য দুশমন মনে করা।

এখানে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে, কিছু মানবো আর কিছু মানবোনা হলে সঠিক ঈমান হওয়া যাবে না।

এই দ্বীনের অনুসরনের জন্য শর্ত হলো পরিপূর্ণ মানতে হবে; কিছু মানবো আর কিছু মানবোনা এমন কাজ যারা করবে তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে বা কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তূ কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যাকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (সুরা আন নিসা৪:১৫০-১৫১)

## ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া মুক্তি হবেনা

আল্লাহ (সুব:)-ও নিকট সম্পূর্ন আত্মসমর্পন করে তাঁর দেয়া জীবনবিধান পূর্ণভাবে মেনে না নিলে কৃত সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও সে এটাকে ভালকাজ মনে করে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

**বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ।তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।** (সুরা আল কাহফ১৮:১০৩-১০৪)

শিক্ষনীয়: এই আয়াত থেকে বুঝাগেল আমল করলেই পূণ্য পাওয়া যাবেনা। সাওয়াব বা পূণ্য পেতে হলে খালেসভাবে তাওহীদবাদী জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে হবে।

## রুহ জগতে সকল নাবী-রাসূল (সা:) দের থেকে অঙ্গীকার আদায়

আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সকলে এমনকি যদি কোন নাবীরও আগমন হতো, তবে তার উপর ফরয হতো মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইত্তিবা বা অনুসরণ করা ও ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা। অন্য কোন দ্বীন কারো থেকেই গ্রহণ করা হবেনা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

**স্বরণ কর,় যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অস্বীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।** (সুরা আল ইমরান৩:৮১-৮২)

আল্লাহ (সুব:)-ও আনুগত্যের সাথে ইসলামকেই সঠিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে চলার ও মানার তাওফীক কামনা করছি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

**যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভুমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।** (সুরা আন নূর২৪:৩৯-৪০)

শিক্ষনীয়: পক্ষান্তরে যারা সবধরনের দল-মত, তন্ত্র, ইয়াহুদী-নাসারানিয়্যাতবাদ দিয়ে দ্বীন ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, তাদের জন্য আল্লাহ (সুব:) সুসংবাদ দিচ্ছেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

**নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।** (সুরা আল বাকারা ২:৬২)

## হাদীসুর রাসূল (সাঃ)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ***"একবার যখন উমার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট আসলেন, তিনি এসে বললেন: আমি ইয়াহুদীদের থেকে এক অতি আজব বা আত্যাশ্চার্য মূলক কথা শুনেছি, আমি তার কথার কিছু লিখতে চাই, এব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: তোমরা কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত বিভ্রান্তিতে আছ!? (জেনে রাখ) আমি তোমাদের কাছে এমন এক স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছি যদি মুসা (আঃ) ও জীবিত থাকতেন, তবে তার জন্যেও আমার অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় ছিলনা"।*** (আহমদ/বায়হাকী)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ *"উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট তাওরাত লিখিত একখন্ড কাগজ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) চুপ থাকলেন এবং উমার (রাঃ) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) বললেনঃ হে উমার! তুমি সড়ে যাও (চুপ হয়ে যাও), তুমি কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? অতঃপর উমার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর চেহারা দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তার রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নাবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে অতঃপর তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! ঐদি মুসা (আঃ) ও জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমার অনুসরণ করত"।* (দায়েমী, মেশকাত-বাঃএ'তেছাম)

নিম্মে মিশকাত থেকে আরো একটি হাদীস তুলেধরা হলো ঐ সকল ভ্রান্তপীর, যারা গাজাখোর ও উম্মাদ তাদের কথার জবাব স্বরূপ; যারা বলেঃ নাজাতের জন্য মুসলিম হওয়ার দরকার নাই, নিজ নিজ ধর্মমত পালন করলেই নাজাত মিলবে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ *"সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মাতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্য হতে কেউ যদি আমার কথা জানে-শুনে এবং আমি যা কিছু সহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"* (মিশকাত-মুসলিম)

শিক্ষনীয়ঃ হাদীসের ভাষায় স্পষ্ট যে, নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) যে দ্বীন ইসলাম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, এই দ্বীন মানা ব্যতীত অন্য কোন মিথ্যা দ্বীনে নাজাত নাই। ভন্ডপীর আর গাছতলার নেড়ে ফকিরদের কুর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ঐরূপ মন্তব্য করছে। কোন অবস্থাতেই উহা গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জানা, বুঝা ও মানার তাওফীক দান করুন।
আমীন।

সাপ্তাহিক দা'ওয়া কার্যক্রম
স্থানঃ হাতিমবাগ জামে মাসজিদ, সময়ঃ বাদ জুমুআ
তারিখঃ ৬/০২/০৯